জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাম্প্রতিক পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে প্রেস ব্রিফিং

০১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আয়কর/মুসক/শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে আসা করদাতা, ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যাক্তাগণকে আইনগত পরামর্শ/ সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১২ই নভেম্বর,২০০৭ থেকে **Help Desk** চালু করা হয়েছে। এসব হেল্প ডেস্কে আগতরা যেসব পরামর্শ/ সেবা গ্রহণ করছেন তার মধ্যে রয়েছেঃ টিআইএন রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, আয়কর রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি, আয়কর রিটার্ন বাতিলকরণ, কর মওকুফ ও প্রত্যার্পণ, কর অব্যাহতি, ট্রাস্টের কর, এনজিওর মাধ্যমে আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক, বিভিন্ন রকম আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক/ ভ্যাট, সঞ্চয়পত্রের সুদের ওপর কর, বিশেষ ক্ষেত্রে আমদানী পণ্যের জন্য শুল্ক অব্যাহতি, বন্ডের মেয়াদ বাড়ানো, ডিপ্লোমেটিক সুবিধায় আমদানীকৃত গাড়ীর ক্ষেত্রে শুল্ক, ট্যাক্স হলিডে, এআইটি ও এভিটি, নিলাম সংক্রান্ত নিয়ম, বিভিন্ন এসআরও'র কপি সংগ্রহ ইত্যাদি।

০২। এভাবে সারাদেশে প্রতিটি কর কমিশনারের কার্যালয়ে **কর পরামর্শ কেন্দ্র** খোলা হয়েছে। একজন উপ কর কমিশনার/সহকারী কর কমিশনার সার্বক্ষণিকভাবে উক্ত পরামর্শ কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কর কমিশনারগণের উক্ত পরামর্শ কেন্দ্রে সেবা গ্রহণের বিষয়ে সম্মানিত কর দাতাগণের নিকট থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

০৩। গত ১২ নভেম্বর, ২০০৭ তারিখে Diplomatic Bonded Warehouse সমুহের বন্ড সুবিধার আওতায় মদ, বিয়ার ও সিগারেট আমদানির বিষয়ে পুর্বে জারীকৃত বিধান সংশোন করে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে (প্রজ্ঞাপন নং ১৯৩/২০০৭/শুল্ক সংযুক্ত)। উক্ত প্রজ্ঞাপনে নিম্নোক্ত বিধান করা হয়েছে ঃ

(ক) প্রতিটি বোতল, ক্যান ও সিগারেটের প্যাকেটের পরিবর্তে প্রতিটি Master Carton এর গায়ে দৃশ্যমানভাবে বড় অক্ষরে (capital letter) "Bangladesh, Duty Not Paid" নামে মুদ্রিত স্টিকার আবশ্যিকভাবে লাগাতে হবে;

(খ) সকল প্রকার মদ, মদ জাতীয় পানীয় ও সিগারেট আমদানির পর তাহা ডধৎবযড়ঁংব এ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। অতঃপর এই সকল পণ্য ক্রেতার নিকট বিক্রয়কালে বিক্রিত প্রতিটি বোতল, ক্যান ও সিগারেটের প্যাকেটের উপর

দৃশ্যমানভাবে removable নয় এমন “Bangladesh, Duty Not Paid” নামীয় স্টিকার বন্ডার অত্যন্ত মজবুতভাবে সেঁটে (ধভভরীবফ) দেবেন। স্টিকার মুদ্রণ ও তা সেঁটে দেয়ার যাবতীয় ব্যয় বন্ডার নিজে বহন করবেন;

০৪। রাজস্ব ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক, গতিশীল ও নিখুঁত করার উদ্দেশ্যে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক সম্পর্কে এযাবৎ যত এস, আর, ও ও বিধি বিধান জারী করা হয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা, পরিশীলন, সংস্কার ও সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে ঃ

(১)	সদস্য (শুল্ক)	- আহবায়ক
(২)	সদস্য (আয়কর নীতি)	- সদস্য
(৩)	সদস্য (মুসক)	- সদস্য
(৪)	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	- সদস্য সচিব

উক্ত কমিটির কার্যপরিধি হচ্ছে নিম্নরূপঃ

(ক) বর্তমানে কার্যকর আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক সম্পর্কিত এস, আর, ও ও বিধি বিধানসমুহ সনাক্তকরণ;

(খ) অপ্রয়োজনী এস,আর,ও ও বিধি-বিধানসমুহ চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো বাতিল বা আংশিক বাতিলের সুপারিশ করণ;

(গ) জারীকৃত এসআরও সমুহ সুবিন্যস্ত আকারে তারিখসহ (বাতিল হয়ে থাকলে সে তারিখসহ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

এক মাসের মধ্যে একাজ সমাপ্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য কমিটিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

০৫। গত ১০ নভেম্বর, ২০০৭ বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আয়কর বিভাগের কর কমিশনার ও সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এক সভা করেন। উক্ত সভায় ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে আয়কর লক্ষ্যমাত্রা শুধু অর্জন নয় বরং তা অতিক্রম করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়। সম্মানিত করদাতাদের আস্থা

অর্জনের জন্য আয়কর বিভাগ ও করদাতাগণের পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্যে করদাতাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার উপর এ সভায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কর কর্মকর্তাগণকে রিটার্ণ দাখিলের ক্ষেত্রে করদাতাদের সব ধরণের সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কর ফাঁকি রোধে ওহঃবষষরমবহপব ও ারমরষধহপব কার্যক্রম জোরদার করার জন্যও কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

০৬। ১৮ নভেম্বর, ২০০৭ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে মুল্য সংযোজন কর কমিশনার/মহাপরিচালকদের মাসিক রাজস্ব পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান দিক নির্দেশনামুলক বক্তব্য রাখেন। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে স্থানীয় পর্যায়ে মুল্য সংযোজন কর খাতে ১৪,৮০০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার ৩৩.৭৫%। জুলাই-অক্টোবর, ২০০৭ সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে মুল্য সংযোজন কর খাতে রাজস্ব আয় হয়েছে ৪৩৩৩.৯২ কোটি টাকা যা বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬৫০ কোটি টাকা বেশী এবং প্রবৃদ্ধির হার ১৭.৬২%। চেয়ারম্যান মহোদয় সকল কমিশনারকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, নিবিড় মনিটরিং, নজরদারী ও গোয়েন্দা কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি (Leakage) রোধ করার পরামর্শ দেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান সকল কমিশনারকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে রাজস্ব আদায় জোরদার করার লক্ষ্যে নিবিড় মনিটরিং ও গোয়েন্দা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি সতর্ক করে দেন কেবল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনই যথেষ্ট নয়, ঘুর্ণিঝড় ও বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্নিমাণ ও ত্রাণ কার্যের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে, সেজন্য রাজস্ব আয় আরও বাড়াতে হবে। তিনি দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে একটি আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ার কাজে অবদান রাখার জন্য কর্মকর্তাগণকে নির্দেশ প্রদান করেন।

০৮। আয়কর সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা এবং করদাতাদের উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা ও পর্যবেক্ষনের জন্য এবং রিটার্ণ ফরম সহজীকরণের লক্ষ্যে ১৩ নভেম্বর, ২০০৭ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কর প্রশাসন ও পরিচালনা) এর সভাপতিত্বে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে প্রথম বারের মতো বেসরকারী খাত থেকে একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ কমিটির তত্বারধানে নির্মিত হচ্ছে আকর্ষণীয় ও প্রণোদনামুলক বিজ্ঞাপন।

৯।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আরেকটি উদ্যোগ হচ্ছে “নিজেই করি নিজের আয়কর রিটার্ণ পুরণ” শ্লোগানকে জনপ্রিয় করা। এলক্ষ্যে রচিত প্রচারপত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে আয়কর দিতে হয়, কিভাবে রিটার্ণ ফরম পুরণ করতে হয় , কিভাবে ও কোথায় রিটার্ণ জমা দিতে হয় এসব তথ্য সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। নতুন করদাতাদেরকে কর্মকর্তাগণ বিষয়গুলি হাতে কলমে এমনভাবে বুঝিয়ে দেবেন যাতে কর প্রদানকে তারা কোন ঝামেলা মনে না করে।